ভোরের কাগজ
তারিখ FEB 1 6 1999
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার

শহরের মানুষদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে ওঠে শিক্ষিত, রুচিশীল ও মুক্তমনের অধিকারী। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি মননশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসের আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বই-পুস্তক প্রদর্শনী ও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উঠে আসে আগামীদিনের শিল্পী-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী। এমনকি তৈরি হয় দেশকর্মী ও দেশপ্রেমিক। এদের জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে রয়েছে শহরকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার।

অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, মুক্তচিন্তার সৃষ্টিশীল মানুষ গড়তে হলে এসবের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু আমাদের দেশের ৮৫% লোকের বাস গ্রামে। যেখানে এসবের আয়োজন একেবারেই অনুপস্থিত। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ থেকে যায় কুসংস্কারে আবদ্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িকতায় ভরপুর। সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ কলুষিত করে তুলছে আমাদের সমাজ জীবন।

এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাই তৃণমূল পর্যায়ে উপযুক্ত পরিবেশ। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি প্রগতি পরিপন্থী জঞ্জালের বিরুদ্ধে প্রাথমিক হাতিয়ার হতে পারে বই। বই মননকে পরিশুদ্ধ করে, সৃজনশীলতার উৎকর্ষ ঘটায়। সে জন্যই দেশব্যাপী গ্রন্থাগার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। দেশের জেলা শহরগুলোতে যে গ্রন্থাগার নেই এমন নয়। থাকলেও তা উল্লেখ করার মতো নয়। আর থানা শহরেতো কোনো গ্রন্থাগার নেই। তাই জরুরিভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে প্রত্যেক থানায় গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।

সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা এবং গ্রন্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিনীত আবেদন, দেশের তৃণমূল পর্যায়ে গ্রন্থাগার কার্যক্রম শুরু করে আলোকিত মানুষ এবং সমাজ গড়ে তুলুন।

জসিমউদ্দিন মিঠু
গ্রাম ও ডাক—তালতলী
জেলা—বরগুনা।